আমার স্কুল হিন্দু স্কুল ঃ পায়ে পায়ে দুশো

সব্যসাচী গুপ্ত

আসুন আমরা চলে যাই ১৮১৭ সালের কলকাতায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখন বাঙ্গালী তরুণদের আধুনিক শিক্ষা দেবার জন্য অগ্রণী হয়েছিল, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা এবং প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য। তখনকার দিনের কলকাতার কিছু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এঁদের মধ্যে ছিলেন মাহারাজা রাধাকান্ত দেব, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার এবং আরও কয়েকজন।

বৃটিশদের আসার আগে বঙ্গে বাংলা, সংস্কৃত ও অঙ্ক বাদ দিয়ে আর কিছু শেখানো হত না। এমন কি 'টোল' গুলিতেও সংস্কৃত, ব্যাকরণ, বাংলা সাহিত্য, ঈশ্বরতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যা ছাড়া অন্য কিছু শেখানো হত না। ঐ সময় কলকাতার কিছু প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, যাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় অন্যতম, মনে করলেন যে ঐ ধরনের শিক্ষা তরুণদের কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনে আসছে না। ঐ সময় অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গে এক নবজাগরণের সূচনা হল, ইউরোপীয় সভ্যতা ও বৃটিশ শাসনে প্রভাবিত হয়ে আধুনিক জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য নতুন স্কুল ও নতুন পাঠক্রমের প্রয়োজন অনুভূত হল। ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য উৎসাহীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডেভিড হেয়ার। দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে চাঁদা তোলার দায়িত্ব দেওয়া হল। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট কে কমিটির সভাপতি ও জোসেফ ব্যারেটোকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হল। ওনারা সেইসময় সর্বসাকুল্যে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৭৯ টাকা তুলেছিলেন, যার মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর ও গোপী মোহন ঠাকুর ১০ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

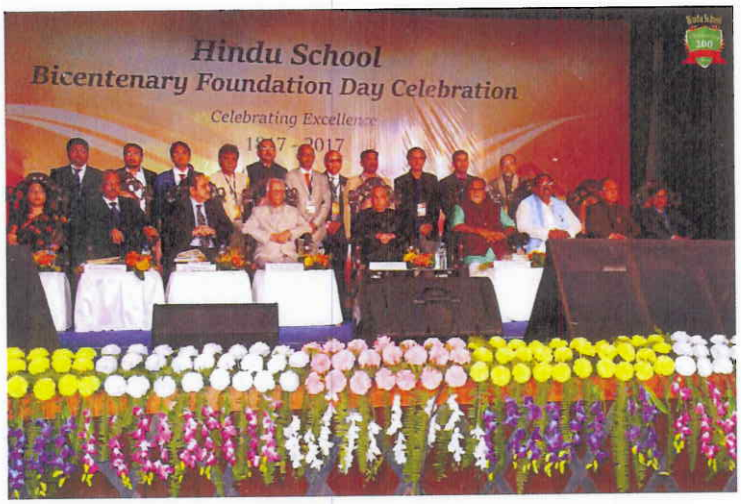

শীতকালের এক সকাল, ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি। ঐ দিনে কলকাতার সমৃদ্ধশালী হিন্দু পরিবারের কুড়িটি (২০) ছাত্র গোরাচাঁদ বসাকের ৩০৪ চিৎপুর রোডের বাসভবনে জমায়েত হয়েছিল হিন্দু স্কুলের প্রথম meeting, সেজন্য ঐ দিনটিকেই স্কুলের জন্মদিন গণ্য করা হয়েছে। ১৮২৫ সালে বৃটিশ সরকারের সাহায্যে গোলদিঘীর উত্তর দিকে অধুনা কলেজ স্কোয়ারে স্কুলের জন্য একটি দালান বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল, ডেভিড হেয়ারের দান করা জমিতে, খরচ পড়েছিল ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। প্রথম থেকেই দুটি বিভাগ বা section এ শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছিল, পাঠশালা বা হিন্দু স্কুল এবং মহাপাঠশালা বা হিন্দু কলেজ।

হিন্দু স্কুলে ইংরেজি, বাংলা, ব্যাকরণ ও অঙ্ক শেখানো হত, আর হিন্দু কলেজে বিভিন্ন ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, কাল নিরূপন বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮৫৪ সালের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজটি পৃথক হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিত হল। সেখানে পূর্ব ও পশ্চিমের দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। সেই সময় থেকেই হিন্দু স্কুল শিক্ষার মান উঁচুরেখে যাত্রা শুরু করল পৃথকভাবে অস্তিত্ব বজায় রেখে।

সারা বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে রেনেসাঁ হয়েছিল, সে সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হিন্দু স্কুলের যথাক্রমে Entrance, Matriculation, School Final, Secondary ও Higher Secondary পরীক্ষার ফলাফল এক গৌরবময় ইতিহাস। ১৮৭৮ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্য্যন্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করলাম দুটো স্বর্ণালী পাতায়।

রেনেসাঁসের সময়ের বহু মনীষী এই স্কুলেই পড়েছিলেন। মাত্র সামান্য কয়েকজনের নাম করছি যাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, এরা হলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজ নারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার তারকনাথ পালিত, মহেন্দ্রলাল সরকার, কেশবচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ, প্রমথনাথ বিশী ও আরো অনেক প্রাক্তন ছাত্র যারা এখনকার সময়েও সুবিখ্যাত তাঁদের নান কীর্তির জন্য। এঁদের মধ্যে আছেন তুষারকান্তি ঘোষ, ছবি বিশ্বাস, প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, চিত্র পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আমেরিকায় অভিবাসী অর্থশাস্ত্রবিদ প্রণব বর্দ্ধন ইত্যাদি।

এহেন ঐতিহ্যমন্ডিত স্কুলে যোগদান করতে একটা দুরূহ Admission Tes দিতে হত। আমি ১৯৫৭ সালে Class VIII এ প্রথমে পড়তে শুরু করি ১৯৬১ সালে Higher Secondary পরীক্ষায় পাশ করি। চার বছরে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে স্কুল সংক্রান্ত। প্রথমেই মনে হয়েছিল যে অন্য স্কুলগুলি থেকে এই স্কুল স্বতন্ত্র, বিশেষ করে অনেক উঁচু শিক্ষার মানের জন্য ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিল যাকে বলে পড়াশোনায় ভাল ছেলে, ফলে একটা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছিল। আগেই বলেছি ১৮২৫ সালে স্কুলের প্রথম দালানবাড়ি তৈরি হয়েছিল। পরে শুনেছি ১৯৫০ এর দশকে নতুন দালানবাড়ি তৈরি হয়, যেটি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই স্কুল বাড়িটির ঠিকানা ঃ ১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। কলেজ স্ট্রিট ও বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিটের জংশন-এ। উল্টোদিকে যথাক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুল। আমি যে চারবছর পড়েছিলাম সেই সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন

কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কানাইবাবুকে আমরা রীতিমত সমীহ করে চলতাম। উনি কেবলমাত্র একজন দক্ষ প্রশাসকই ছিলেন না, ওনার চোখ ছিল জহুরীর। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলগুলিতে কোন বিশিষ্ট শিক্ষকের খবর পেলেই তাঁকে হিন্দুস্কুলে যোগদান করার জন্য ডেকে পাঠাতেন। এভাবে বেশ কিছু শিক্ষক হিন্দুস্কুলে এসেছিলেন যাদের academic qualifications ছিল অসাধারণ। M.A বা M. Sc. তে First Class First বা Gold Medalist বা Double M.A. বা M. Sc. এরকম শিক্ষকও ছিলেন যারা ইচ্ছে করে কলেজে না পড়িয়ে কেবলমাত্র হিন্দুস্কুলের মত ঐতিহ্যমন্ডিত স্কুলে পড়াবার সুযোগ ছাড়েননি।

আমাদের সময় বাংলার শিক্ষক ছিলেন রাধাশ্যাম ঘোষ মহাশয়। উনি Gold Medalist ছিলেন M. A. পরীক্ষায়। সংস্কৃতের শিক্ষক কৃষ্ণবিহারী (কেষ্টবাবু) Double M. A. ছিলেন। ইংরেজীর শিক্ষক হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখনকার দিনের সবচেয়ে নামকরা ইংরেজী সংবাদপত্র "The Statesman" এ নিয়মিত লিখতেন। এমনকি তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের Principal F. J. Freiend-Pereira কে বাংলা শেখাতেন। Physics এর শিক্ষক সন্তোষচন্দ্র মুখার্জী Double M. Sc. ছিলেন, যথাক্রমে Calcutta University ও University of Wisconsin, U.S.A র। অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে আজও মনে পড়ে বাংলার শিক্ষক প্রফুল্ল সমাজদার, ইংরেজীর শিক্ষক ও Assistant Head Master কমলাপতি দে, Physics এর শিক্ষক নিখিলেশ দাসমুন্সী (প্রিয়দাস মুন্সীর সহোদর ভাই), Mathematics এর শিক্ষক বরেনবাবু ও যতীনবাবু, বিজ্ঞান ও Biology'র শিক্ষক সত্যেনবাবু (উনি কবিও ছিলেন), বাংলার শিক্ষক জ্যোৎস্নাবাবু, Chemistry' র শিক্ষক বীরেনবাবু, বিজ্ঞানের শিক্ষক ননীবাবু, সংস্কৃতের শিক্ষক তারাপ্রসন্নবাবু ও Drawing এর শিক্ষক গুহঠাকুরতা (প্রথম নামটা মনে নেই), উনি ভাল গানও গাইতেন। স্কুলের কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে যেমন স্বাধীনতা দিবস অথবা Republic Day তে পতাকা উত্তোলন হত ও সঙ্গে উনি হারমোনিয়াম সহকারে দেশাত্মবোধক গান করতেন আর আমরা গলা মেলাতাম chorus এ। Drill teacher পরেশবাবুর কথা মনে পড়ে। উনি সবসময় Half Pant পরতেন, আমাদের নিয়মিত একটা Drill Class থাকত। তাছাড়া বিশেষ করে যখন খবর পেতেন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রেসিডেন্সি কলেজে খেলতে এসেছেন, তখন উনি সম্পূর্ণ Class কে ঐ কলেজে খেলা দেখতে নিয়ে যেতেন। এভাবে একবার, সে সময় Dr. B. C. Roy -এর Cabinet এ Justice Minister সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (মানুদা) প্রাক্তন ছাত্রদের হয়ে Cricket খেলতে এসেছিলেন এবং একের পর এক ছয় মেরে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি সত্যেনবাবু নিয়মিত কবিতা লিখতেন যদিও উনি Science/Biology পড়াতেন। স্কুলের সরস্বতী পূজোতে উনি আমাদের ওনার কবিতা পড়ে শোনাতেন। সেটা ছিল আমাদের কাছে ঐ পূজোর পরম পাওয়া। কারণ ঐ কবিতাগুলি ছিল খুবই সুখপাঠ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজের Principal সনত বসু স্কুল পরিদর্শনে আসতেন।

একবার U.S.A থেকে শিক্ষিকাদের একটা delegation পশ্চিমবঙ্গে এলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ওনাদের আমাদের স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। ওনারা প্রতিটি class এ গিয়ে কি পড়ানো হচ্ছে জানবার জন্য উৎসুক ছিলেন। ওনারা যখন আমাদের class এ এলেন, তখন আমাদের বাংলার class চলছিল। আমার বন্ধু পিনাকী গুপ্ত ভায়া যে বরাবর class এ First হোত, পরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও আরও অন্য কয়েকটা বিষয়ে letter marks (80%) পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছিল, রবীন্দ্রনাথের "ঝুলন" কবিতাটি পিনাকি অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে অনেক ভাব দিয়ে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল। মার্কিনী শিক্ষিক-রা মুগ্ধ হয়ে আবৃত্তি উপভোগ করেছিলেন। আগে কবিতাটির ইংরেজী translation টাও দেওয়া হয়েছিল বিদেশিনি শিক্ষিকাদের।

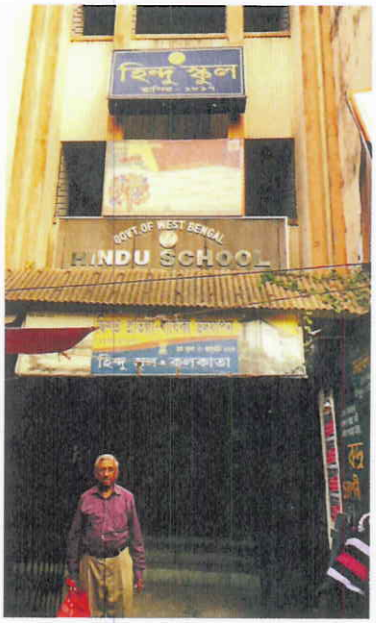

আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুবই ভাল result করেছিল। পরে তারা Engineering অথবা Physics, Chemistry তে B. Sc. / M. Sc. / Ph. D. করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষান বসু (Mechanical Engineering), স্বপন মুখার্জী, হিরন্ময় সাহা, অমিতাভ ভট্টাচার্য, শ্যামলেন্দু পাল- (এরা Physics, Chemistry তে)। পিনাকী Chemistry তে ও হিরন্ময় Physics, এ সাফল্যের সঙ্গে Ph. D. করেছিল। শ্যামলেন্দু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দুস্কৃতিকারীর হাতে নিহত হয়েছিল। একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ career এর অকালে যবনিকা পতন হয়েছিল। বন্ধুরা সবাই চাকুরি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষকরা কেমন পড়াতেন সেটা বোঝার মত বয়স তখনও হয়নি। কিন্তু কলেজে গিয়ে সেটা অনেক বেশী বুঝতে পেরেছি। কিছু কিছু subject তো নিঃসন্দেহে Dry ছিল, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার class IX থেকে শুরু science এর class গুলি (Physics, Chemistry, Mathematics ও Mechanics) অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক মনে হত এবং ঐ subject গুলির শিক্ষকদের পড়ানো ভাল লেগেছিল। শিক্ষকদের নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা ছিল অবিসংবাদিত। প্রতিটি Period এ ঠিক সময়মত class এ আসতেন ও ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত পড়াতেন। এর ব্যতিক্রম ছিলেন কেষ্টবাবু। উনি কিছুটা সময় পড়াবার পর আমাদের বই খাতা বন্ধ করতে বলতেন ও অনেক মজার গল্প করতেন। মনে আছে উনি কলকাতার ফুটবল লীগের খেলা দেখতে ভালবাসতেন ও খেলার মাঠের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। সে সব গল্প আমাদের প্রভূত আনন্দ দিত।

আগেই বলেছি স্কুলের শিক্ষার মান ছিল খুবই উঁচু। ফলে Higher Secondary পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হয়েছিল। প্রতিবছর School Final ও পরে Higher Secondary পরীক্ষার ফলাফল খুব ভাল হওয়ায় প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে অন্যান্য শিক্ষকদের আনন্দের সীমা থাকত না। ক'জন ঐ পরীক্ষায় প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে রয়েছে, ক'জন কোন কোন subject এ letter marks পেয়েছে, কজনই বা First Division এ পাশ করেছে সব কিছুর বিস্তৃত খবর জেনে খুবই আনন্দ উপভোগ করতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আমি ছিলাম Higher Secondary 'র দ্বিতীয় batch এর ছাত্র Science শাখায়,১৯৬০ সালে প্রথম batch এর স্কুলের ছাত্র

কল্যান বিধান সিংহ প্রথম স্থান অধিকার করেছিল science শাখায়। স্কুলে Higher Secondary শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর Science, Humanities, Technical ও Commerce শাখায় শিক্ষা দেওয়া হত। স্কুলের দ্বিশতবর্ষে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে বহুকাল বাদে আবার স্কুলে গিয়েছিলাম। সারা বছর বহু শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে ও ২০শে জানুয়ারি, ২০১৭ সালে ঐ উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়েছে আনুষ্ঠানিক ভাবে যখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। স্কুলে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল। ভেবেছিলাম ঐ দিন স্কুলে যাব যাতে কিছু প্রাক্তন ছাত্র বিশেষ করে আমার batch এর কিছু বন্ধুর সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। কিন্তু নানা কারণে ঐ অনুষ্ঠানে অক্টোবর মাসে না হয়ে নভেম্বর মাসের শেষে হয়েছিল। আমি সেই অনুষ্ঠানে থাকতে পারিনি ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায়। ঐ সময়ের আগেই U.S.A তে ফিরে আসতে হয়েছিল। যাই হোক অক্টোবর মাসে সেদিন স্কুলে গিয়েছিলাম নিঃসন্দেহে একটা বিচিত্র অনুভূতি বা nostalgic feeling হয়েছিল। বিশেষ করে যখন মনে হল এ বছর স্কুলের দ্বিশতবর্ষ চলছে।

স্কুলের পরিবেশ ও পার্শ্ববর্তি অঞ্চলগুলিও মনে হল একই রয়েছে। যদিও আমি স্কুল থেকে পাশ করেছি ৫০ বছর আগে। তবে নিঃসন্দেহে রাস্তায় ভীড় বেড়েছে। সেই বইপাড়া, সেই কফি হাউস, সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুল একইভাবে বিরাজমান। দেখলাম স্কুলে এখন অনেক Renovation এর কাজ চলছে। চারিধারে Construction materials ও

যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল। জানতে পারলাম দ্বিশতবর্ষ উপলেক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে কাজ চলছে।

আমি Bicentenary Celebration Committe -র বেশ কয়েকজন organizer এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এই উপলক্ষ্যে একটা পৃথক Alumni Room রয়েছে। Organizer দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সমীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত ও অরিন্দম নাথ। চোখে দেখলাম এনারা অনুষ্ঠানগুলি সফল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। জানতে পারলাম যে Fund Raising এক বড় সমস্যা। আমি Alumni Association এর Life Member হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম এরা সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান বা Picnic ইত্যাদি করে। Bicentenary Celebration এর জন্যও কিছু টাকা Donate করলাম।

ওনাদের থেকে আমার Batch এর হিরণ্ময় সাহার Telephone Number টাও পেলাম। ফলে ৫৫ বছর বাদে ওর সঙ্গে কথা হয়ে কি যে আনন্দ পেলাম তা ভাষায় বলে শেষ করা যায় না। ওর কাছে আমার অন্য বন্ধুদেরও খবর পেলাম। সময়াভাবে দেখা করতে পারিনি।

এখনকার প্রধান শিক্ষক তুষার সামন্ত ও Physics এর শিক্ষক অনিন্দ্যর সঙ্গে কিছু সময় কাটালাম। স্কুলের Library কে আমাদের কথা ও সুরে "দুই পৃথিবী" সিডি-টি (যৌথভাবে বন্ধু দিলীপ ভৌমিকের সঙ্গে করা) উপহার দিলাম। তুষারবাবু সিডি-টি পেয়ে খুবই খুশী হলেন বিশেষ করে কলকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের নাম দেখে। জানতে পারলাম এখনকার দিনের শিক্ষা জগতে বিশৃঙ্খলার কথা, যেটা আমাদের সময় অচিন্তনীয় ছিল। আমার একটা বিশেষ প্রশ্ন ছিল বেশ কিছুকাল ধরে কোলকাতার আগেকার দিনের ভাল স্কুলগুলির (যেমন হিন্দু স্কুল, বালীগঞ্জ গভর্ণমেন্ট স্কুল, ইত্যাদি) Secondary বা Higher Secondary'র ফলাফল কেন আগেকার মত হচ্ছে না। অন্যদিকে জেলা বা গ্রামের স্কুলগুলি থেকেই ছাত্ররা প্রথম দশটি স্থান অধিকার করছে। মূল কারণ হল যে Left Front সরকারের সময়ে এক সময় বাংলা Medium স্কুলগুলিতে ইংরেজী শিক্ষা কমিয়ে দেবার ফলে কোলকাতার পড়াশোনায় ভাল বা cream ছাত্ররা এখন English Medium School এ পড়ছে। অথচ জেলা বা গ্রামের English Medium School খুবই কম বা একেবারেই নেই। ফলে ঐ সব জায়গায় সবাই বাংলা Medium স্কুলে পড়ে এবং মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সবচেয়ে ভাল ফলাফল হয় ঐ সব স্কুলেই।

দ্বিশতবর্ষে যে স্কুলে একবার আসতে পেরেছি, এটা ভেবে যেমন মনে আনন্দ হল, তেমনি কিছুটা দুঃখও পেলাম এটা ভেবে যে এই স্কুল তথা কলকাতার অন্যান্য ভাল স্কুলগুলির মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল শীঘ্রই আগেকার মত হবে বলে মনে হয় না, বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থায় যা ক্ষতি ৩৪ বছরে হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে এই স্কুল থেকে আমার পাওয়া প্রতিযোগিতামূলক spirits অর্জন করা যেটা পরে শিক্ষাক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে খুবই কাজে লেগেছে। এরকম একটা স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবার জন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি এবং স্বভাবতই একটা গর্ব সবসময়ই অনুভব করি। যখনই মনে হয় কত মনীষী এই স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন, এই চত্বরেই হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন, তখনই গায়ে আমার একটা শিহরণ দেখা দেয়। এখনও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি অদূর ভবিষ্যতে স্কুল তার পূর্বের গৌরব ফিরে পাবে এবং "জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"